২৮/৮/২০০৭

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ... ৬

ভোরের কাগজ

ঢা:বি নির্বাচন পর্যন্ত অচল থাকবে?

রাশিদুল হাসান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা নিরসনের আশু কোনো সম্ভাবনা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র এ কথা জানিয়ে বলেছে, অচলাবস্থা নিরসন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা হবে কিনা তা নিয়ে খোদ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে জোর মতভেদ দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে স্পষ্ট মতদ্বৈততা কাজ করছে। এ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে চলছে ক্রমাগত বিবৃতি যুদ্ধ। নির্বাচনের আগে আদৌ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ স্বাভাবিক হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো প্রায় ফাঁকা। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই পরীক্ষা এবং ক্লাস অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অনিশ্চয়তার মুখে বাড়ি চলে গেছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ৪২ দিনে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল ২৭ দিন। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি প্রায় ৩০০টি।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আজ এবং আগামীকালের সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে। এর আগে পরীক্ষা স্থগিতের এক সপ্তাহের সময়সীমা গতকাল শেষ হলে উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরী এক নির্বাহী আদেশে ২৯ তারিখ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেন। পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আগামীকাল বুধবার সিন্ডিকেটের বৈঠক বসবে।

নিতান্ত প্রয়োজন রয়েছে এমন ছাত্রছাত্রীরাই বর্তমানে হলে রয়েছে। টিউশনি এবং বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রছাত্রীরাই এখন হলে থাকছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে সিন্ডিকেট সদস্যসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বর্তমানে স্পষ্ট মতভেদ বিদ্যমান। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, নীল দলের শিক্ষকরা চাইছে বিশ্ববিদ্যালয় পুরোপুরি বন্ধ না করে কেবল পরীক্ষা এবং ক্লাস বন্ধ রেখে বর্তমান পরিস্থিতিকে 'কুল ডাউন' করার চেষ্টা করা। অপরদিকে সাদা দলের শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং হল কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে ব্যাপক তল্লাশি করে পরবর্তী সময়ে সকল হলের ছাত্রদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে হলে তোলার ব্যবস্থা করার পক্ষে। সাদা দলের শিক্ষকরা এই প্রক্রিয়া অবলম্বনের দাবি জানিয়ে বিবৃতিও পাঠিয়েছেন সংবাদপত্রে।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে আবার খোলার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের অনীহার কারণ হিসেবে জানা যায়, নির্বাচনের এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ঢা.বি নির্বাচন পর্যন্ত অচল থাকবে?

● প্রথম পাতার পর

আশপাশের কেন্দ্রগুলোতে হলে থাকা ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা প্রভাব ফেলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

অন্য একটি সূত্র জানায়, হলগুলো কয়েক দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করার পর আবার ছাত্রদের তুলে দেওয়া হলে ছাত্রলীগের বর্তমান একক আধিপত্য ক্ষুণ্ন হতে পারে। সে কারণেও কর্তৃপক্ষ এই প্রক্রিয়ায় যাচ্ছে না।

এসব কারণ ছাড়াও জানা যায়; সাবেক ছাত্রলীগের এক নেতা মোস্তফা মোহসীন মন্টু অন্য একটি ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের একটি এলাকায় তার বসবাসের কারণে ছাত্রলীগ আশঙ্কা করছে হল খালি করার পর হলগুলো থেকে তাদের কর্তৃত্ব চলে গেলে মন্টুর সমর্থকরা তাদের পুনরায় হলের কর্তৃত্ব ফিরে পেতে বাধার সৃষ্টি করবে।

বর্তমানে বিভিন্ন হলে বহিরাগত ছাত্রলীগ ক্যাডাররা রয়েছে। হল নিয়ন্ত্রণে তাদের ভূমিকা রয়েছে। হল বন্ধ ঘোষণা করলে পরবর্তী সময়ে তাদের হলে ওঠা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। এসব বিষয়ও কর্তৃপক্ষের বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা না করার পিছনে কারণ বলে সূত্র জানায়।

সিন্ডিকেটের একটি সূত্র এই প্রতিবেদককে বলেন, অতীতে অনেকবারই হল বন্ধ ঘোষণা করে পরে আবার ছাত্রদের তুলে দেওয়া হয়েছে। এবার এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে বাধা কোথায়? তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেন, হল বন্ধ ঘোষণা ছাড়া কর্তৃপক্ষ অচলাবস্থা নিরসনে সব পদক্ষেপই নিয়েছে কিন্তু অচলাবস্থার অবসান হয়নি।

সাদা দলের শিক্ষকদের একটি সূত্র জানান, এবার তারা হল বন্ধ ঘোষণা করে তল্লাশি করে তারপর ছাত্রদের হলে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব রাখবেন কর্তৃপক্ষের কাছে।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের খোলা না খোলার বিষয়টি এবং অচলাবস্থা নিরসনের প্রক্রিয়াটি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে গঠিত কমিটি এ পর্যন্ত কোনো ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেনি বলে জানা যায়। এমনকি উক্ত কমিটি নিজেদের মধ্যেও অচলাবস্থা নিরসনের কৌশল নিয়েও কোনো আলোচনায় বসেনি।